নিরাপদ
কর্মপরিবেশ, টেকসই
উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা
১৯৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০.
www.dife.gov.bd

২০২১ খ্রিস্টাব্দের ২য় সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী
মার্চ/২০২১ খ্রিঃ

সভাপতি : মো: নাসির উদ্দিন আহমেদ, মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)।
সভার তারিখ : ২৯/০৩/২০২১ খ্রিস্টাব্দ
সভার সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান : সভাকক্ষ, প্রধান কার্যালয়
উপস্থিতি : ২৩ টি জেলা কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শকগণ (**পরিশিষ্ট-ক**)

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর, আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
১।	গত সভার কার্য বিবরণী দৃঢ়ীকরণ	২৪-০১-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে উপস্থিত সকলে কার্যবিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে মর্মে জানান।	২৪-০১-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে কারো কোন আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	১। ডা. সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
২।	মুজিব জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন	১। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপর ডকুমেন্টারিটি সকল উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক বিভিন্ন কারখানা/প্রতিষ্ঠানের প্রদর্শন অব্যাহত রাখার বিষয়টি সভায় আলোচিত হয়। ২। মুজিবজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মানবিক কার্যক্রম হিসেবে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজন করা যেতে পারে মর্মে উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) মতামত ব্যক্ত করেন। মহাপরিদর্শক বলেন, ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প আগামী মে মাস হতে শুরু করা যেতে পারে। পরবর্তীতে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প নিম্নোক্ত কার্যালয়সমূহে বর্ণিত মাসে আয়োজনের প্রস্তাব করেন।	১। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপর নির্মিত ডকুমেন্টারিটি সকল উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক বিভিন্ন কারখানা/প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে। ২। সভার আলোচনা মোতাবেক ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প যে সকল কার্যালয়ে করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, সেসকল কার্যালয় তার অধিক্ষেত্রাধীন **জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জন, পুলিশ**	১। ডা. সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) (প্রধান সমন্বয়কারী) ২। ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৩। মোঃ ইউসুফ আলী

চলমান পাতা- ০২

<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>০২</td><td>০৩</td><td>০৪</td><td>০৫</td></tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>ক্র: নং</th><th>উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের নাম</th><th>ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজনের মাস</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>১</td><td>গাজীপুর</td><td>মে/২০২১</td><td>-</td></tr>
<tr><td>২</td><td>ঢাকা</td><td>জুন/২০২১</td><td>-</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>নারায়ণগঞ্জ</td><td>জুলাই/২০২১</td><td>-</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>খুলনা</td><td>আগষ্ট/২০২১
সম্ভাব্য তারিখ: ১৫-০৮-২০২১</td><td>মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর মহোদয়ের সাথে আলোচনা ক্রমে তারিখ নির্ধারণ করতে হবে।</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>মুন্সিগঞ্জ</td><td>সেপ্টেম্বর/২০২১</td><td>-</td></tr>
<tr><td>৬</td><td>ময়মনসিংহ</td><td>অক্টোবর/২০২১</td><td>-</td></tr>
<tr><td>৭</td><td>চট্টগ্রাম</td><td>নভেম্বর/২০২১</td><td>-</td></tr>
<tr><td>৮</td><td>সিরাজগঞ্জ</td><td>ডিসেম্বর/২০২১
সম্ভাব্য তারিখ: ১৪-১২-২০২১</td><td>-</td></tr>
</table>
৩। জাতীয় পরিচয়পত্র করার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সহায়তা প্রদানে সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভায় উপস্থিত সকল উপমহাপরিদর্শককে নির্দেশনা দেয়া হয়।
৪। করোনা টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রমিক/কর্মচারীদেরকে অনলাইন রেজিস্টেশনে সহায়তার জন্য হেল্পডেস্ক চালু করার বিষয়ে আলোচনা হয়।
</td>
<td>সুপারসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্যের সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম শুরু করবেন। ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে প্রয়োজনীয় ঔষুধ বিনামূল্যে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে।
৩। শ্রমিকদের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান ও টিকা অনলাইনে রেজিস্টেশনের ক্ষেত্রে হেল্প ডেস্ক চালু করার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন। এ কার্যক্রমে কতজন শ্রমিককে সহায়তা করা হয়েছে তার একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন এবং পরবর্তী সভা অনুষ্ঠানের অন্তত: ৩ দিন পূর্বে এ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন।
৪। সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সিরাজগঞ্জে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প এর তারিখ নির্ধারণ করতে হবে।</td>
<td>উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
৪। মোঃ মেহেদী হাসান
উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)
৫। সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকবৃন্দ</td>
</tr>
</table>

চলমান পাতা- ০৩

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
৩।	OSH day	মহাপরিদর্শক সভায় জানান, OSH day বিষয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ সহায়তা চেয়ে আইএলও কান্ট্রি ডিরেক্টরের নিকট পত্র প্রেরণ করা হবে। অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেলে প্রত্যেক উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়কে কিছু অর্থ বরাদ্দ দেয়া হবে । এছাড়াও OSH day উপলক্ষে প্রত্যেক উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে র‍্যালী ও আলোচনা সভা আয়োজন করার বিষয়ে আলোচনা হয়। মহাপরিদর্শক গ্রীণ ফ্যাক্টরি এ্যাওয়ার্ড দেওয়ার বিষয়ে অগ্রগতি জানতে চান।	১। OSH day উপলক্ষে প্রধান কার্যালয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জেলা কার্যালয়ে র‍্যালী ও আলোচনা সভা স্বাস্থ্যবিধি মেনে আয়োজন করতে হবে। ২। গ্রীণ ফ্যাক্টরি এ্যাওয়ার্ড যাচাই বাছাইয়ের জন্য সভা আহ্বান করে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল) ২। জনাব মোঃ কামরুল হাসান, উপমহাপরিদর্শক (সেফটি)
৪।	মে দিবস-২০২১	উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, প্রতি বছর মে দিবস উপলক্ষে শ্রম অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে উদযাপন করা হয়ে থাকে। এ বছরও পূর্বের ন্যায় র‍্যালী ও আলোচনা সভা প্রত্যেক উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় শ্রম অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে মে দিবস উদযাপন বিষয়ে আলোচনা হয়।	১। মে দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রধান কার্যালয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে র‍্যালী ও আলোচনা সভা প্রত্যেক উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় শ্রম অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে উদযাপন করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
৫।	LIMA সংক্রান্ত কার্যক্রম	উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) বলেন, LIMA কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা সময়ের সাথে প্রয়োজন অনুসারে আরও ব্যবহার উপযোগী/upgrade করা আবশ্যক। ২০২০-২১ অর্থবছরে সারা দেশে প্রায় ৬০% পরিদর্শন LIMA এর মাধ্যমে করা হয়েছে। LIMA সংক্রান্ত টেকনিক্যাল সমস্যার সমাধান LIMA Support Team কর্তৃক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি আরও বলেন, LIMA এর মাধ্যমে লাইসেন্স করার ক্ষেত্রে লাইসেন্স ফি জমাদান ও লে আউট প্ল্যান আপলোড করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়। এ জটিলতা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের আইসিটি সেল সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এছাড়াও রিপোর্ট এবং নোটিশ যেটি অটো জেনারেটেড হয় যেটি ইউজার friendly করার জন্য আইসিটি সেলকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলেন। মহাপরিদর্শক বলেন, ডিসেম্বর/২০২১ সালের মধ্যে পরিদর্শন কার্যক্রম শতভাগ LIMA এর মাধ্যমে করতে হবে। তিনি আরও বলেন, LIMA এর যেসকল জটিলতা রয়েছে তা সমাধানপূর্বক ডিসেম্বর/২০২১ এর মধ্যে অধিদপ্তর শতভাগ লাইসেন্স LIMA এর মাধ্যমে প্রদান করবে। এই কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পন্ন হলে অর্থাৎ শতভাগ লাইসেন্স অনলাইনে দেয়া গেলে এটিকে মুজিববর্ষের একটি অর্জন বলে দেখানো যেতে পারে বলে মহাপরিদর্শক মতামত ব্যক্ত করেন।	১। LIMA জটিলতা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। LIMA এর মাধ্যমে শতভাগ লাইসেন্স অনলাইনে প্রদান করতে হবে। ৩। পরিদর্শন কার্যক্রম শতভাগ LIMA এর মাধ্যমে করতে হবে। ৪। LIMA মাধ্যমে অটোজেনারেটেড নোটিশ এবং CAP যথাসম্ভব সেবাগ্রহীতার জন্য সহজবোধ্য ও সুন্দরফরমেটে তৈরী হওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। ডা. সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। মোঃ ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল) ৪। আইসিটি সেল

চলমান পাতা- ০৪

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
৬।	হেল্পলাইন (১৬৩৫৭)-এ প্রাপ্ত কলারের সমস্যার সমাধান	হেল্পলাইন এবং অন্য মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে শ্রম আইন ও বিধিমালার অনুশাসন মেনে সমাধান করা যায়। এছাড়াও আমাদের অধিদপ্তরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ১৬৩৫৭ হেল্পলাইনটি এখনও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়নি বলে সভায় জানানো হয়। এ হেল্পলাইনের বিষয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলে সকলে মতামত ব্যক্ত করেন। সভায় উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) বলেন, হেল্পলাইন ও অন্য মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ শ্রম আইনের ধারা-১২৪(ক) এবং শ্রম বিধিমালার বিধি-১১৩ অনুযায়ী সমাধান করা যায়। মহাপরিদর্শক বলেন, হেল্পলাইন ও অন্য মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের হালনাগাদকৃত অবস্থা অর্থাৎ নিষ্পত্তিসহ প্রত্যেক মাসের শেষে রিপোর্ট আকারে প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ শাখায় প্রেরণ করবেন।	১। হেল্পলাইন আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সহ শ্রমিকদের নিকট প্রচারণার মাধ্যমে হেল্পলাইনের ব্র্যান্ডিং করতে হবে। ২। আইন অনুযায়ী সকল অভিযোগ নিষ্পত্তি করে প্রতি মাসের শেষে রিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ শাখায় প্রেরণ করতে হবে।	১। মোঃ সামছুল আলম খান যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। ডা. আবুল এহসান, যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। সাবিহা মুক্তা উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ৪। উপমহাপরিদর্শক (সকল) ৫। আইসিটি সেল
৭।	শিশুশ্রম	যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) জানান, শিশুশ্রম নিরসনের ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এবং SDG লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে ঝুকিপূর্ণ সেক্টরে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল সেক্টরে শিশুশ্রম নিরসন করতে হবে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের APA লক্ষ্যমাত্রায় ৫০০০ শিশুশ্রম নিরসনে টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-কে বারংবার পত্র প্রেরণ করে মন্ত্রণালয় থেকে তাগিদ দেয়া হচ্ছে। সভায় উপমহাপরিদর্শক (ঢাকা) বলেন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় কর্তৃক ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলায় ২০২০-২১ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মহাপরিদর্শক সভায় জানান, শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত কমিটিসমূহ প্রতি ০২ (দুই) মাসে একটি সভার আয়োজন করতে হবে। এ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী প্রধান কার্যালয়ের স্বাস্থ্য শাখা বরাবর প্রেরণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, শিশু শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক অধিদপ্তর শিশুশ্রম পুনর্বাসন বিষয়ক একটি প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত আগামী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে প্রস্তাব তৈরী করবেন।	১। প্রতি ০২ (দুই) মাস অন্তর শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক সভা আয়োজনপূর্বক প্রতি দুই মাসে কতজন শিশু শ্রম নিরসন হয়েছে তা প্রধান কার্যালয়ের স্বাস্থ্য শাখায় প্রেরণ করতে হবে। ২। শিশুশ্রম পুনর্বাসন বিষয়ক একটি প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত আগামী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে DPP প্রণয়ন করতে হবে। ৩। কেরানীগঞ্জের শিশুশ্রম নিরসনের ক্ষেত্রে তৈরি এ্যাকশন প্লান এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতি মাসের স্টাফ মিটিং-এ উপস্থাপন করতে হবে।	১। ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ২। মোঃ মেহেদী হাসান উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল) ৪। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ
৮।	APA এর	উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) সভাকে জানান	১। ২০২০-২১ অর্থবছরের APA লক্ষ্যমাত্রা চুক্তি অনুযায়ী পূরণ	১) ডা. সৈয়দ আবুল এহসান

চলমান পাতা- ০৫

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	যে, ২৩ টি কার্যালয়ের মধ্যে বেশির ভাগ কার্যালয়ই চলতি অর্থবছরের বিগত ০৯ (নয়) মাস (জুলাই-মার্চ) মাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন পিছিয়ে আছে, বিশেষত **কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত, নতুন লাইসেন্স সংক্রান্ত, ডে-কেয়ার স্থাপন সংক্রান্ত** এবং **মামলা সংক্রান্ত** । উল্লিখিত ০৪ (চারটি) বিষয়ে বিগত ০৯ (নয়) মাসের লক্ষ্যমাত্রা পূর্ন না হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। মহাপরিদর্শক বলেন, আগামী ৩১মে, ২০২১ এর মধ্যে এপিএ লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করতে হবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণকসহ প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কোন কার্যালয় ব্যর্থ হলে তার দায় তাকে বহন করতে হবে। এছাড়াও পরবর্তী ২০২১-২২ অর্থবছরে APA লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করার ক্ষেত্রে বাস্তাবায়ন সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সভা করে পরামর্শ নিয়ে নির্ধারণ করা হবে বলে মহাপরিদর্শক মতামত ব্যক্ত করেন।	করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। পরবর্তী সমন্বয় সভার পূর্বে APA লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রামনকসহ দিতে হবে। ৩। APA সংক্রান্ত মাসিক রির্পোট প্রধান কার্যালয়ে নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে। ৪। **২০২০-২১ অর্থবছরের APA লক্ষ্যমাত্রা আগামী ৩১ মে, ২০২১ এর মধ্যে ১০০% অর্জন করতে হবে। যদি কোন কার্যালয় ১০০% অর্জনে ব্যর্থ হোন তাহলে এটি ব্যর্থতা হিসেবে ধরে এ সি আর (ACR)- এ তার প্রতিফলন হবে।** ৫। ২০২১-২২ অর্থবছরের APA লক্ষ্যমাত্রা সকল বাস্তবায়নকারীর সাথে সভা করে পরামর্শক্রমে গ্রহণ করা হবে।	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২) মোঃ ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল) ৪। APA ফোকাল কর্মকর্তা
৯।	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৬০ ঘন্টা করে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে। এছাড়াও উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজনের ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয় হতে অনুমতি গ্রহণ এবং প্রধান কার্যালয় হতে রিসোর্স পার্সনকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। উপমহাপরিদর্শক (টাঙ্গাইল) বলেন, SDG এর যে লক্ষ্যমাত্রাটি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর অর্জন করতে হবে, সেটির বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়ার লক্ষে ০১টি কর্মশালার আয়োজন করা যায়। এই প্রেক্ষিতে মহাপরিদর্শক প্রধান কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ সেলকে এ বিষয়ে একটি কর্মশালা আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ সম্পাদন করতে হবে। পরবর্তী প্রতিটি সভায় এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করতে হবে। ২। **SDG বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করার বিষয়ে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে উদ্যেগ গ্রহণ করতে হবে।** উক্ত কর্মশালায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক জনাব জুয়েনা আজিজ এবং বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সম্মানীয় সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেনকে রির্সোস পার্সন হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।	১। ডা. সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। মোঃ ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন ৩।উপমহাপরিদর্শক (সকল) ৪। প্রশিক্ষণ সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১০।	বাজেট বরাদ্দ	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের অনুকূলে বাজেট যথাযথভাবে **PPA-২০০৬** এবং **PPR-২০০৮** অনুসরণপূর্বক খরচ করার বিষয়ে মহাপরিদর্শক নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও, প্রধান কার্যালয়সহ জেলা কার্যালয়ের ভবনসমূহ মেরামত ও সংস্কার করার জন্য নতুন কোড সৃষ্টি করে বরাদ্দ প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করার প্রস্তাব করেন।	১। সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্রাপ্ত বাজেট সরকারি অনুশাসন মোতাবেক খরচ করতে হবে। **২। প্রধান কার্যালয়ের মনিটরিং টিম এ বিষয়টি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ**	১। ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। মোঃ ইউসুফ আলী

চলমান পাতা- ০৬

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
			করবেন এবং পরবর্তী প্রতিটি সভায় এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মনিটরিং টিম উপস্থাপন করবেন।	উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। হিসাব উপশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৪। মনিটরিং টিমের সদস্যবৃন্দ
১১।	অনলাইন লাইসেন্সিং	উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) বলেন, অনলাইন লাইসেন্স করার ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয় তা দূর করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর দিলেই যেন সকল তথ্য চলে আসে এবং ফোন নাম্বারের মাধ্যমে ইউজার আইডি খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। তিনি আরো বলেন, ইউজার চাইলে তিনি সেবা গ্রহণের কোন পর্যায়ে আছেন তাও ট্র্যাকিং করে দেখতে পান সে ব্যবস্থা করতে হবে। কারখানা লাইসেন্স ও লে-আউট প্লান চাহিদামাফিক (customized) ভাবে উপস্থাপন করা যায় এবং সেবাগ্রহীতা যেন তার লাইসেন্স হওয়ার সাথে সাথে সুন্দর একটি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তৈরি লাইসেন্স অনলাইনেই পেয়ে যায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। মহাপরিদর্শক বলেন, এই অসুবিধাসমূহ দূরীকরণের জন্য এটুআই (A2i) এর সাথে অনলাইন লাইসেন্সটি লিংক করা হলে সহজ হবে। তিনি আরো বলেন অনলাইন লাইসেনন্সিং এর অসুবিধাসমূহ দূরীকরণে প্রয়োজনীয় সহায়তা ILO এবং GIZ থেকে নেয়া যেতে পরে। এছাড়াও কোন কারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্মপরিবেশ ঝুঁকিমুক্ত ছাড়া লাইসেন্স দেয়া যাবে না আইনগত এই জটিলতা নিরসন হলে অনলাইন লাইসেন্স করা পরিদর্শকদের জন্য সহায়ক হবে বলে সভায় অনেকে মতামত ব্যক্ত করেন।	১। অনলাইন লাইসেন্স করার ক্ষেত্রে মোবাইল নাম্বারের মাধ্যমে ইউজার আইডি তৈরির ব্যবস্থা ও জাতীয় পরিচয়পত্রের নাম্বার দিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। ২। সেবাগ্রহীতা লাইসেন্স ট্যাকিং করতে পারবে এবং Autogenerated একটি সুন্দর format এ লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ৩। কোন কারখানা/প্রতিষ্ঠানে লাইসেন্স প্রদাকারী কর্মকর্তা অর্থাৎ পরিদর্শক পরবর্তী ঝুঁকি উদ্ভুত হলে দায়ী হবেন, এ ধরণের জটিলতা পরিহার কিভাবে করা যায় তার সুপারিশ পরবর্তী সভায় পেশ করতে হবে। কারণ আমাদের আইন অনুযায়ী একটি কারখানা নিরাপদ মর্মে আমরা লাইসেন্স প্রদান করি। সুতরাং অনলাইন লাইসেন্স বৃদ্ধিতে করতে হলে এ জটিলতা নিরসন হতে হবে। **৪। ডিসেম্বর/২০২১ এর মধ্যে শতভাগ লাইনসেন্স অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। অফলাইনে কোন লাইসেন্স প্রদান করা হবে না।**	১। মোঃ সামছুল আলম খান যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। মোঃ কামরুল হাসান উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) ৩।উপমহাপরিদর্শক (সকল) ৪। আইসিটি সেল-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ
১২।	RMG কারখানার সংস্কার	উপমহাপরিদর্শক (যশোর) বলেন, মাগুরা জেলার ঝুঁকিপূর্ণ কারখানায় মামলা করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, কোন ঝুঁকি উদ্ভুত হয়ে দুর্ঘটনা হলে পরিদর্শকগণ কি জবাব দিবেন, সেজন্য তিনি মামলা করেছেন। অন্যদিকে, উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) বলেন, যে সকল কারখানা Escalation Protocol অনুযায়ী সংস্কার কার্যক্রম গ্রহন	১। অ্যাসেসমেন্টকৃত সকল কারখানার সংস্কার কার্যক্রম বিধিমতে ১০০% বাস্তবায়ন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত লাইসেন্স নবায়ন বন্ধ রাখতে হবে। ২। টাস্কফোর্স প্রদত্ত সময়সীমা অনুযায়ী কারখানাগুলো যাতে	১। আবুল খায়ের মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন, ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্প ২। প্রকৌশলী ফরিদ আহাম্মদ,

চলমান পাতা- ০৭

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		করেছে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা ঠিক নয়। এমতাবস্থায়, মহাপরিদর্শক বলেন, কোন দুর্ঘটনা হলে পরিদর্শকগণের রক্ষাকবচ কি হবে, সেক্ষেত্রে Protocol এর চেয়ে শ্রম আইন অধিকতর অগ্রাধিকারযোগ্য তাই পরিদর্শকরা আইন অমান্যকারী কারখানার বিরুদ্ধে বিধিমতে মামলা করতে পারে। একই সাথে সংস্কার কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য মালিককে তাগিদ প্রদান করবে।	সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করে সেজন্য পরিদর্শন কার্যক্রম আরো জোরদার করে সরেজমিন পরিদর্শনসহ তাগিদপত্র প্রদান করতে হবে। ৩। সংস্কার কাজ চলমান, এরুপ কারখানায় সর্বশেষ অবস্থা রিপোর্ট আকারে প্রেরণ করবেন। ৪। শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী আইনানুগ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ৩। মোঃ কামরুল হাসান, উপমহাপরির্শক (সেফটি) ৪। সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণ
১৩	রেড কারখানা	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) বলেন, রেড কারখানা গুলো বন্ধ করা হলেও ভবনগুলো বিদ্যমান রয়েছে। ভবনগুলোতে যেনো নতুনভাবে কোন কার্যক্রম শুরু না হয় সে বিষয়ে মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে। মহাপরিদর্শক বলেন যে, অধিদপ্তরের বিদ্যমান জনবল দ্বারা রেড চিহ্নিত কারখানা/বিল্ডিং-গুলোতে ফলোআপ বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রয়োজনে বিধিমোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রেড কারখানায় নতুন কোন কারখানা হলে তাদের বিরুদ্ধেও বিধিমতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। রেড ফ্যাক্টরিগুলোর কার্যক্রম বন্ধে বিধি মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রতিসভার পূর্বে এ সংক্রান্ত রির্পোট প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ২। রেড কারখানাসমূহের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে প্রতিমাসে তার রিপোর্ট প্রদান করতে হবে। ৩। পরবর্তী সভায় RCC এর PD উপস্থিত থাকবেন।	১। আবুল খায়ের মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক RCC. ২। প্রকৌশলী ফরিদ আহাম্মদ, যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ৩। মোঃ কামরুল হাসান, উপমহাপরির্শক (সেফটি) ৪। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
১৪	ইনোভেশন	মহাপরিদর্শক বলেন, প্রত্যেক উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় জুন মাসের মধ্যে ০২ (দুই)টি ইনোভেশন আইডিয়া এবং প্রধান কার্যালয় হতে প্রাপ্ত ইনোভেশন আইডিয়াসমূহ যাচাইবাছাই করে জুলাই মাসে উদ্ভাবনের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা যাবে। এজন্য তিনি প্রত্যেক কার্যালয় হতে যথাসময়ে উদ্ভাবনের ধারণা প্রেরনের জন্য অনুরোধ করেন।	১। জুন/২০২১ মাসের মধ্যে ০২ (দুই)টি করে প্রত্যেক উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় হতে উদ্ভাবনের ধারণা প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল) ২। প্রধান কার্যালয়ের ইনোভেশন টিম
১৫	ই-ফাইলিং	অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম শতভাগ ই-ফাইলের মাধ্যমে করার জন্য সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়কে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য মহাপরিদর্শক নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। সকল দাপ্তরিক কার্যক্রম শতভাগ ই-ফাইলের মাধ্যমে করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
১৬	নিজস্ব অফিস ভবন	“কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরন এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্পের” জমি অধিদপ্তরের নামে	১। সকল নতুন ভবন অধিদপ্তরের নিজ নামে অধিগ্রহণপূর্বক করতে হবে।	১। PD “কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

চলমান পাতা- ০৮

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
	নির্মাণ	ক্রয়পূর্বক ভবন নির্মাণের প্রয়োজনয়ীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মহাপরিদর্শক পরবর্তী সভায় জনাব ইমতিয়াজ আহমেদ, প্রকল্প পরিচালককে সমন্বয় সভায় উপস্থিত থাকার লক্ষ্যে পত্র প্রেরণের জন্য প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখাকে অনুরোধ করেন। অন্যদিকে উপমহাপরিদর্শক (রাজশাহী), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে নিজস্ব প্রধান কার্যালয় আগাঁরগাও স্থাপনের জন্য উদ্যেগ গ্রহণ করার বিষয়টি বিবেচনার অনুরোধ করেন। মহাপরিদর্শক বলেন, প্রধান কার্যালয়ের জন্য আগারগায়ে ১০ (দশ) কাঠা জমি বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা যায়।	২। আগারগাঁও , ঢাকায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় স্থাপন এর জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। ৩। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে "কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরন এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্পের" প্রকল্প পরিচালক ১৩ জেলার উপমহাপরিদর্শকদের সাথে সভার আয়োজন করতে হবে।	অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরন এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প" ২। ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান, যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
১৭	অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন	সভায় উপস্থিত সকলের মধ্যে বেশিরভাগ সদস্য অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করে **'শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর'** অথবা **'কর্মপরিবেশ পরিদর্শন অধিদপ্তর'** করা যায় মর্মে মতামত প্রদান করেন। এছাড়াও অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তনের বিষয়ে সর্বপ্রথম অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক চিন্তা করেন বলে সভার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।	০১। অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। ০২। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ে আলোচিত দুটি নাম বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা যায়।	১। ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান, যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
১৮	SDG	সভায় SDG ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন, প্রত্যেকটি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়-কে SDG বিষয়ক সেবাবক্স ওয়েবসাইটে দিতে হবে। এছাড়া SDG ৮.৮.১ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলা হয়। ২০২৫ সালের মধ্যে ৫% এবং ২০৩০ সালো মধ্যে ১০% মারাত্মক এবং মারাত্মক নয় এমন আহত হওয়ার ঘটনা কমিয়ে আনার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করার কথা বলা হয়। SDG বিষয়ক ২৩ জেলায় উদ্বুদ্ধকরণ সভা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে শেষ করার জন্য মহাপরিদর্শক SDG বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন।	০১। দুর্ঘটনা এবং আহত হওয়ার সংখ্যা কমিয়ে আনার জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে সে বিষয়ে একটি কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করতে হবে। ০২। SDG এর উপর উদ্বুদ্ধকরণ সভা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে শেষ করতে হবে। ০৩। **SDG বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করার বিষয়ে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে উদ্যেগ গ্রহণ করতে হবে।** উক্ত কর্মশালায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক জনাব জুয়েনা আজিজ এবং বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল	১) ডা. সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্ম মহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২) মোঃ ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩) উপমহাপরিদর্শক (সকল) ৪) SDG বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মকর্তা

চলমান পাতা- ০৯

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
			হোসেনকে রির্সোস পার্সন হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।	
১৯	দুর্ঘটনা	কোন এলাকায় দুঘটনা ঘটলে/শ্রমিক মারা গেলে আইন ও বিধিমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তদন্ত প্রতিবেদনে অবশ্যই মালিকের দোষএুটি/অবহেলা উল্লেখ করতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে সকল কারখানা সেইফটি কমিটি গঠন করার জন্য সকল উপমহাপরিদর্শককে বলা হয়। নিহত ও আহত সকল তদন্ত রির্পোটের সাথে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক মতামত উল্লেখ করবেন। সকল দুঘটনা মহাপরিদর্শক এবং প্রয়োজনে সচিব/মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে দ্রুত সম্ভব অবহিত করার জন্য সকল উপমহাপরিদর্শকে বলা হয়।	১। কোন এলাকায় দূঘটনা ঘটলে/শ্রমিক মারা গেলে আইন ও বিধিমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। তদন্ত প্রতিবেদনে অবশ্যই মালিকের দোষত্রুটি/অবহেলা উল্লেখ করতে হবে। ৩। শ্রম আইন অনুযায়ী প্রত্যেকটি কারখানা/প্রতিষ্ঠানে সেফটি কমিটি করতে হবে। ২০২০-২১ অর্থবছরের আগষ্ট/২০২০ পর্যন্ত গঠিত মোট সেফটি কমিটির সংখ্যা প্রতিবেদনসহ দিতে হবে। ৪। দূঘটনা প্রতিবেদন দুঘটনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান কার্যালয়ের এবং মহাপরিদর্শক মহোদয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।	১। ফরিদ আহম্মেদ, যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ২। মোঃ কামরুল হাসান, উপমহাপরির্শক (সেফটি) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
২০	পরিবহন ব্যয় ও জ্বালানির ব্যবহার	সভায় জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক প্রাপ্যতা অনুসারে খরচ করতে অনুরোধ করা হয়। এবং উপমহাপরিদর্শকগণ স্ব-স্ব কার্যালয়ের বরাদ্দকৃত মোটরসাইকেল/স্কুটি সচল রাখবেন এবং যানবাহনের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বলা হয়। এছাড়াও কোন মটর সাইকেল/স্কুটি অব্যহৃত রাখা যাবে না মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়।	১। সরকারি অর্থ পিপিএ এবং পিপিআর এর আলোকে ব্যয় করতে হবে। ২। সরকারি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	১। ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। মোঃ ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। হিসাব উপশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
২১	শ্রম অসন্তোষ	সকল উপমহাপরিদর্শক তার নির্ধারিত অধিক্ষেত্রে শ্রম অসন্তোষ নিরসনে যথাযথ পদক্ষেপ গহণ করবেন। শ্রম অসন্তোষ দেখা দিলে সাথে সাথে মালিক/শ্রমিকসহ পুরো টিম বসে তা নিরসন করতে হবে।	১। সকল উপমহাপরিদর্শক তার নির্ধারিত অধিক্ষেত্রে শ্রম অসন্তোষ নিরসনে যথাযথ পদক্ষেপ গহন করবেন। এবং প্রতিমাসে রির্পোট প্রদান করবেন। ২। শ্রম অসন্তোষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি মহাপরিদর্শক/প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।	১। মোঃ সামছুল আলম খান যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। সাবিহা মুক্তা উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ), ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
২২	বিশেষ পরিদর্শন	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের প্রতিটি টিম নির্দেশনা মোতাবেক বিশেষ পরিদর্শন সম্পন্ন করবে এবং	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের প্রতিটি টিম বিশেষ পরিদর্শন	১। ডাঃ মোঃ

চলমান পাতা- ১০

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		প্রধান কার্যালয়ে রির্পোট প্রেরণ করে সংশ্লিষ্ট শাখাকে অবহিত করতে হবে।	সম্পন্ন করে প্রধান কার্যালয়ে প্রতিদিন রির্পোট প্রেরণ করতে হবে।	মোস্তাফিজুর রহমান যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ২। মোঃ মেহেদী হাসান উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
২৩	ডিজিটাল হাজিরা ডিভাইস	আগামী ১ এপ্রিল, ২০২১ মাসের মধ্যে যে সকল জেলা কার্যালয়ে ডিজিটাল হাজিরা ডিভাইস স্থাপন করা হয়নি সে সকল কার্যালয়ে হাজিরা ডিভাইস স্থাপন করার জন্য মহাপরিদর্শক মহোদয় সকলকে অনুরোধ করেন।	১। সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে আগামী এপ্রিল, ২০২১ মাসে ডিজিটাল হাজিরা ডিভাইস স্থাপন করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।	১। ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। মোঃ ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
২৪	অভিযোগ নিষ্পত্তি	সভায় প্রত্যেক উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা রয়েছেন কিনা মহাপরিদর্শক এ বিষয়ে জানতে চান, জবাবে তথ্য কর্মকর্তা জানান প্রত্যেক কার্যালয়ে রয়েছে তবে বদলিজনিত কারণে বারংবার অফিস আদেশ পরিবর্তন করতে হয়। এক্ষেত্রে পদবি অনযায়ী অফিস আদেশ করলে সহজ হবে মর্মে সকলে মতামত ব্যক্ত করেন।	১। প্রত্যেক কার্যালয়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা পদবি অনুযায়ী নিয়োগ করে অফিস আদেশ করতে হবে। ২। অভিযোগ বক্স স্থাপন করতে হবে। এ বিষয়ে প্রত্যেক কার্যালয় প্রতিবেদন দিবেন।	১। ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২।উপমহাপরিদর্শক (সকল)
২৫	শুদ্ধাচার	শুদ্ধাচারের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সর্বোচ্চ সচেষ্ট থাকতে হবে।	১। শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবেন। ২। শুদ্ধাচারের উপর নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।	১। মোঃ মেহেদী হাসান উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
২৬	কোভিড-১৯	বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন ও বিশেষ পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে মর্মে সকলে মতামত ব্যক্ত করেন।	১। বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য প্রটোকলসহ সকল স্বাস্থ্য বিধি পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।	উপমহাপরিদর্শক (সকল)
২৭	বিবিধ	সভায় উপস্থিত সকলে অধিদপ্তরের শূন্য জনবলের নিয়োগ প্রদান ও পদোন্নতি প্রদানের মাধ্যমে অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জনবল	০১) শূন্যপদ পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। ড. সৈয়দ আবুল এহসান, যুগ্ম মহাপরিদর্শক

চলমান পাতা- ১১

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		পূরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় মর্মে মহাপরিদর্শককে জানান। মহাপরিদর্শক বলেন, এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখাকে দায়িত্ব প্রদান করেন। এছাড়াও, অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়সমূহকে কার্যক্রম পরিবীক্ষণের নিমিত্ত প্রধান কার্যালয়ে ৮ টি পরিবীক্ষণ টিম গঠন করা হয়েছে এবং এ টিমগুলো নিয়মিত জেলা কার্যালয়ে পরিদর্শনে গিয়ে কার্যক্রম দেখভাল করবেন বলে উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন), মহাপরিদর্শককে জানান।	০২) প্রধান কার্যালয়ে পরিবীক্ষণ টিম কর্তৃক জেলা কার্যালয়সমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে। ০৩। কোন কোন টিম কার্যালয় পরিদর্শন করেছে তা পরবর্তী প্রতিটি সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ০৪। পরিবীক্ষণটিমের সদস্যগণ সভায় উপস্থিত থাকবেন।	(প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। জনাব মোঃ ইউসুফ আলী, উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। পরিবীক্ষণ টিমের কর্মকর্তাবৃন্দ।

২। কোভিড মহামারিকালীন সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন, সকলের সুস্থতা কামনা করে পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৮.০৪.২০২১

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ০২-৮৩৯১৩৪৮
chiefdife@gmail.com

নম্বর:- ৪০.০১.০০০০.১০১.০৬.০০২.১৬/ ৭৭/১ (৪১) তারিখঃ- ০৮ এপ্রিল ২০২১

বিতরণ: জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)-

১। অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্ম সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

২। প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

৩। সচিবের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

৪-৭। যুগ্ম মহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন/স্বাস্থ্য/সেফটি/সাধারণ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

৮-১১। উপমহাপরিদর্শক প্রশাসন ও উন্নয়ন/স্বাস্থ্য/সেফটি/সাধারণ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

১২-৩৪। উপমহাপরিদর্শক (সকল), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

৩৫। স্টাফ অফিসার টু মহাপরিদর্শক, মহাপরিদর্শকের দপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

৩৬। সহকারি মহাপরিদর্শক (সকল), প্রশাসন ও উন্নয়ন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

চলমান পাতা- ১২

৩৭। আইন কর্মকর্তা, আইন উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

৩৮ তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

৩৯ পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

৪০ জনাব সাব্বির আনোয়ার, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), আইসিটি সেল, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৪১ অফিস কপি।

০৮/০৪/২১

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)